দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 11 OCT 1998 ...
পৃঃ 8 কলাম 7

183

শিক্ষার মান ও ছাত্র রাজনীতি

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটি রিপোর্টে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ২২ দফা সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠন না রাখা, ছাত্র সংগঠনগুলোকে জাতীয় রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি না করা, ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, স্নাতক সম্মান কোর্স ৪ বছর করা। এই রিপোর্ট সার্বিকভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্র তুলে ধরেছে তাকে হতাশাব্যঞ্জক বললেও কম বলা হবে। এতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন কারণে দেশে উচ্চ শিক্ষার মান অতি দ্রুত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষা এখন আর বিশ্বের অন্যান্য দেশের উচ্চ শিক্ষার সমমানে নেই।

শিক্ষার এই দুরবস্থার জন্য দায়ী কে? বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের শিক্ষা পরিচালনায় যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন সেই থেকে আমলা, শিক্ষক কেউই শিক্ষার এহেন দুর্গতির দায় এড়াতে পারেন না। বৃটিশ বা পাকিস্তান আমলেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বমানের ছিল না। তবে সে সময় শিক্ষাদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল। পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক দমন–পীড়নের খড়গ শিক্ষাঙ্গনে চাপানো হলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সার্বিক শিক্ষার মান অক্ষুণ্ন রাখার একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াস ছিল। এ কারণেই বহির্বিশ্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ডিগ্রির গুরুত্ব ছিল।

স্বাধীনতার পর শিক্ষার সার্বিক অবনতি শুরু হয়। সে সময়ে আমরা বাংলা ভাষার প্রেমে এতটাই গদগদ হয়ে পড়ি যে, ইংরেজি ভাষাটাই বর্জন করার নীতি গ্রহণ করি। উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজি পাঠ্যক্রম থাকলেও তার প্রতি আদৌ গুরুত্ব দেয়া হতো না। আশির দশকে একজন সামরিক শাসক তো সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য স্নাতক শ্রেণীতে ইংরেজি বিষয়টিই তুলে দিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজি চালু হলেও সার্বিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। দ্বিতীয়ত, কারিকুলামই একমাত্র সমস্যা ছিল না। স্বাধীনতা–উত্তর বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির নামে অব্যাহত সন্ত্রাস, স্বায়ত্তশাসন ভোগের নামে শিক্ষকদের দলবাজিও শিক্ষার যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। এছাড়া হয়েছে শিক্ষা নিয়ে শাসকদের তুঘলকি কর্মকাণ্ড। বৈধ– অবৈধ পথে যে সরকারই ক্ষমতাসীন হোন না কেন পুরনোটা বাদ দিয়ে একটি নতুন শিক্ষানীতি বা ব্যবস্থা জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। এতে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটেনি, বরং অবনতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। দেশে চলছে একটা জগাখিচুড়ি শিক্ষা ব্যবস্থা।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন শিক্ষার মান উন্নয়নে যে ২২ দফা সুপারিশ পেশ করেছে তা নতুন কিছু নয়। এর আগেও এ নিয়ে বহু কথাবার্তা হয়েছে। সেমিনার–সিম্পোজিয়ামে শিক্ষাবিদ–বুদ্ধিজীবীরা সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ করেছিলেন। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা না গেলেও অন্তত দলীয় রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করা জরুরি। কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যত সন্ত্রাস বা সংঘর্ষ হয়েছে শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা নিয়ে কমই হয়েছে। বেশিরভাগ সংঘাতের উৎস দলীয় রাজনীতি। দলীয় রাজনীতির জন্য শিক্ষাঙ্গনের ব্যবহার করা কেন?

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই, ছাত্র সংগঠনগুলোকে অবশ্যই দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি ছাড়তে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোও যেন তাদের মত বা আদর্শ প্রচারের মোক্ষ স্থান হিসেবে শিক্ষাঙ্গনকে বেছে না নেন। দয়া করে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখুন। রাজনীতির হিংসা, দ্বেষ ও কলুষতা দিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে অপবিত্র করা কোনমতেই সমীচীন নয়।